সংবাদপত্রে বামাসপ

নির্বাহী পরিষদ

(৫ মার্চ ২০০৬, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

করতে হলে সব দলের মধ্যে সমন্বয় জরুরী। আমাদের দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে গণতন্ত্র বারবার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন। তিন আরো বলেন, সঠিক গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন করতে হবে এবং এ জন্য সম্প্রতি নেপালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মডেল অনুসরণ করা দরকার।

উল্লেখ্য ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত নেপালের সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষন করে, বামাসপ ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সংবাদ সম্মেলনে নেপালের নির্বাচনের যাবতীয় বিষয় তুলে ধরেন বামাসপের সভাপতি এএইচএম নোমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিনিধিদলের সদস্য বামাসপের পরিচালক এডভোকেট মুহাম্মদ সামছুদ্দিন, সহ-সভাপতি সৈয়দা নিলুফার কাদেরী, এডভোকেট নাজমুল হক শাহ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য বাবুল অধিকারী, জেসমিন প্রেমা এবং সদস্য সংগঠনের আসমা বানু, পূর্নিমা ইসলাম, রেজাউল ইসলাম খোকন, একেএম আলাউদ্দিন প্রমুখ।

রাজধানী কাঠমন্ডু তে রাজদরবার হল ভোট কেন্দ্রে দি কাটার সেন্টারের প্রধান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাথে বামাসপ পর্যবেক্ষক দল

নির্বাচন পর্যবেক্ষনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বামাসপ সভাপতি এএইচএম নোমান বলেন, নির্বাচনে ভোট প্রদানের জন্য সে দেশের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারের প্রধানকে এসএমএস অথবা চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে ভোট কেন্দ্রের নাম, ভোটগ্রহনের সময় প্রভৃতি উল্লেখ ছিল।

প্রতিটি ভোট কেন্দ্র ভোটারদের খাবার পানি এবং চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য ১ লাখ ৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালন করে। এদেরকে নির্বাচন কমিশন নিয়োজিত করেছে। নেপালে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নির্বাচনী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য। নির্বাচনে আধা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হয়। নেপালের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য কাজে লাগাতে পারে জানিয়ে তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় জনসভার আয়োজন, ব্যানার, পোষ্টার ও দেয়াল লেখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধি মেনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করাসহ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের জন্য দাবি করেন।

মানববন্ধন

পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ কার্যকর করার দাবীতে মানববন্ধন ঃ

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ-বামাসপ প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ পাসের দাবীতে মানববন্ধন পালন করে পুলিশকে সত্যিকার অর্থে জনবান্ধব মানবাধিকার রক্ষাকারী ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার দাবিও জানানো হয় এ সময়। গতকাল শনিবার সকালে হাইকোর্টের সামনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বামাসপের সভাপতি এএইচএম নোমান, সহ-সভাপতি এডভোকেট আবুল কাশেম, এড. নাজমুল হক শাহ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য বাবুল অধিকারী, বিডিপিসি'র পরিচালক শরিফ এ কাফি, এডভোকেট মুহাম্মদ সামছুদ্দিন, পরিচালক, বামাসপ প্রমুখ অংশ নেন।

মানববন্ধন কর্মসূচী থেকে বলা হয়, পুলিশ বাহিনীকে সংস্কার করতে হলে আগে পুলিশ অধ্যাদেশ পাশ করতে হবে। অতীতের মতো ক্ষমতাসীন আর দুর্নীতিবাজদের হাতে পুলিশকে জিম্মি করে রাখা যাবে না। পুলিশ যেন প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য পুলিশের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়।

সমন্বয় সভা
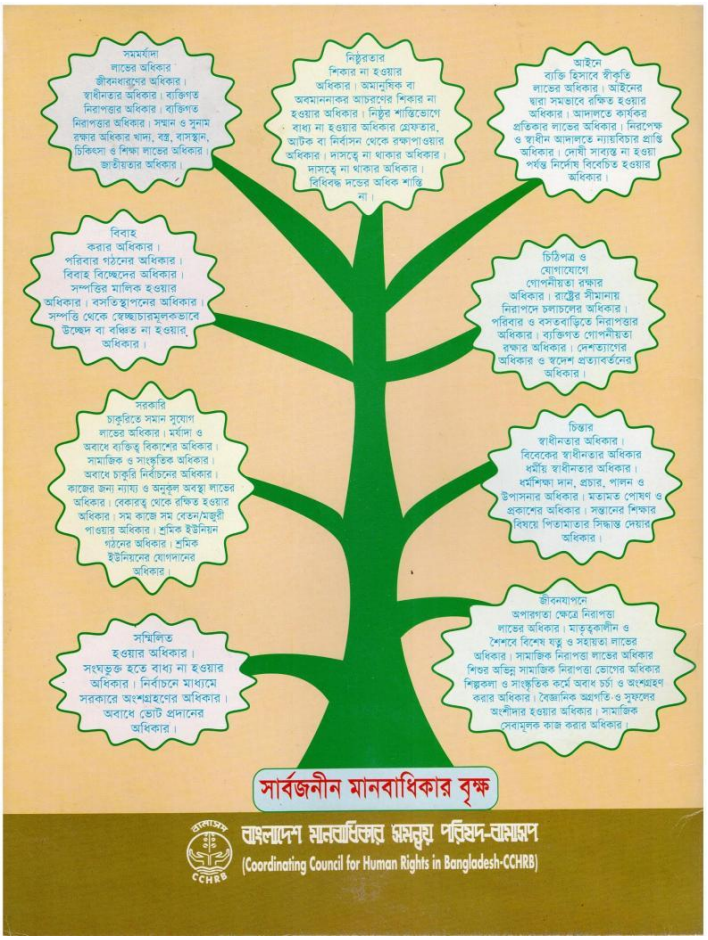
বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ-বামাসপ ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের আওতায় থানা উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন এলাকায় পর্যবেক্ষন করার লক্ষ্যে বামাসপ সদস্য সংগঠন কে নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষন সমন্বয় সভা ৩১ মে ২০০৮ ধানমন্ডির ডব্লিউডিএ মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়। সভায় বামাসপ সভাপতি এএইচএম নোমান মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে মানবাধিকার নেতা কর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য আচরনবিধি পালন করে সকলকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান। সমন্বয় সভায় ২২ টি জেলার প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। সমন্বয় সভাটি "ভোটার নিবন্ধন সচেতনতা সমন্বয় সভা" বামাসপ সভাপতি এএইচএম নোমান এর সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি ওসমান গনি, নির্বাহী সদস্য, মোঃ মাহবুবুল হক ও এইচ এম জাকির আহমেদ। সমন্বয় সভা পরিচালনা করেন এডভোকেট মুহাম্মদ সামছুদ্দিন।